একুশ শতকে শিক্ষার্থীদের সমন্বিত বিকাশ জরুরি

শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রস্তুতি

প্রফেসর মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান চৌধুরী
০৪ এপ্রিল ২০২৬, ১২:০০ এএম

শিক্ষা একটি জাতির মেরুদণ্ড। বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনের মৌলিক ভিত্তি তৈরি করে। তারা ইতিহাস, বিজ্ঞান, সাহিত্য বা অর্থনীতি সব বিষয়ে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে, যা তাদের চিন্তাশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তবে বর্তমান বাস্তবতা আমাদের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ উপস্থাপন করেছে, শুধু পাঠ্যপুস্তকভিত্তিক জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

আজকের কর্মক্ষেত্র এমন এক পর্যায়ে পৌঁছেছে, যেখানে কেবল ভালো ফল বা ডিগ্রি অর্জনই সফলতার নিশ্চয়তা দেয় না। প্রয়োজন এমন কিছু দক্ষতা, যা শিক্ষার্থীদের অন্যদের থেকে আলাদা করে তোলে, যেমন- সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা, সৃজনশীল চিন্তা, কার্যকর যোগাযোগ দক্ষতা এবং দলগতভাবে কাজ করার সক্ষমতা। এই দক্ষতাগুলো শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত করে।

বিশেষভাবে, সফট স্কিল বা ব্যক্তিগত ও আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা শিক্ষার্থীদের জন্য অপরিহার্য। সফট স্কিল বলতে বোঝায় সেই গুণাবলি, যা একজন শিক্ষার্থীর আচরণ, যোগাযোগ, চিন্তাশক্তি এবং কাজের ধরনকে প্রভাবিত করে। একবিংশ শতাব্দীর শিক্ষার্থীদের জন্য একাডেমিক জ্ঞান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এই সফট স্কিলগুলোই তাদের বাস্তব জীবনে সফলতার ভিত্তি গড়ে দেয়।

যোগাযোগ দক্ষতা

যোগাযোগ উন্নত করতে শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পড়া, লেখা এবং কথা বলার চর্চা করতে হবে। ক্লাসে প্রশ্ন করা, আলোচনা এবং ছোট প্রেজেন্টেশন তাদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। প্রেজেন্টেশন স্কিল (Presentation Skills) গড়ে তুলতে ছোট ছোট বিষয়ে উপস্থাপনা তৈরি, আয়নার সামনে প্র্যাকটিস এবং শিক্ষকের কাছ থেকে ফিডব্যাক নেওয়া দরকার।

সমস্যা সমাধানের ক্ষমতা ও বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তি

যেকোনো সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীদের কেস স্টাডি, গ্রুপ ডিসকাশন এবং বাস্তব সমস্যা সমাধানে অংশ নিতে পারে। নেতৃত্বগুণ (Leadership Skills) ও দলগত কাজের সক্ষমতা (Teamwork) অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীরা ক্লাব, স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম এবং দলগত প্রজেক্টে যুক্ত হতে পারে। সময় ব্যবস্থাপনা (Time Management) ও আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য দৈনন্দিন কাজের একটি পরিকল্পনা তৈরি করা এবং তা অনুসরণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

আবেগীয় বুদ্ধিমত্তা

শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহমর্মিতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সাহায্য করে। Adaptability বা পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ক্ষমতা এবং Networking Skills বা পেশাগত সম্পর্ক গড়ে তোলার দক্ষতা শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ারের জন্য অপরিহার্য। এই দক্ষতাগুলো অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের নতুন অভিজ্ঞতা গ্রহণে আগ্রহী হওয়া, মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো এবং নিজেকে ক্রমাগত উন্নত করার মানসিকতা তৈরি করতে হবে।

শুধু দক্ষতা অর্জনই যথেষ্ট নয়; প্রয়োজন সঠিক প্রস্তুতি। বাস্তব অভিজ্ঞতা শিক্ষার্থীদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করার সুযোগ দেয়। ইন্টার্নশিপ, প্রজেক্টভিত্তিক কাজ, গবেষণা এবং স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের বাস্তব জীবনের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর ফলে তারা শুধু কাজ শেখে না, বরং নিজেদের শক্তি, দুর্বলতা এবং ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সচেতন হয়। অনেক সময় দেখা যায়, শিক্ষার্থীরা একাডেমিকভাবে সফল হলেও বাস্তব কর্মক্ষেত্রে খাপ খাওয়াতে হিমশিম খায়। এ ধরনের পরিস্থিতি মোকাবিলায় প্রস্তুতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

একই সঙ্গে বর্তমান বিশ্বে শিক্ষার্থীদের জন্য জীবনব্যাপী শেখার মানসিকতা (Lifelong Learning) গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রযুক্তি ও জ্ঞানের ক্ষেত্র এত দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে যে, একটি নির্দিষ্ট ডিগ্রি বা দক্ষতা দিয়ে দীর্ঘ সময় টিকে থাকা

কঠিন। তাই শিক্ষার্থীদের সব সময় নতুন কিছু শেখার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। অনলাইন কোর্স, স্বশিক্ষা এবং পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেদের নিয়মিত আপডেট রাখা এখন সময়ের দাবি।

নৈতিকতা ও দায়িত্ববোধ গড়ে তোলাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিযোগিতামূলক এই বিশ্বে অনেক সময় শর্টকাট বা অনৈতিক পথ বেছে নেওয়ার প্রবণতা দেখা যায়, যা দীর্ঘ মেয়াদে ক্ষতিকর। তাই শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক মূল্যবোধের সমন্বয় একটি শিক্ষার্থীর প্রকৃত উন্নয়নের জন্য অপরিহার্য।

এ ছাড়া উদ্যোক্তা মানসিকতা (Entrepreneurial Mindset) গড়ে তোলার দিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সব শিক্ষার্থী চাকরির পেছনে না ছুটে নতুন কিছু সৃষ্টি করার মানসিকতা গড়ে তুললে কর্মসংস্থানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে। ছোট উদ্যোগ, ফ্রিল্যান্সিং বা স্টার্টআপের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা আত্মনির্ভরশীল হতে পারে।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নিজেকে প্রস্তুত করতে শিক্ষার্থীদের গ্লোবাল দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করাও জরুরি। বিভিন্ন সংস্কৃতি, ভাষা এবং আন্তর্জাতিক প্রবণতা সম্পর্কে ধারণা থাকা একজন শিক্ষার্থীকে বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় এগিয়ে রাখে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষকদের ভূমিকা এখানে অপরিসীম। প্রতিষ্ঠানগুলোকে এমন পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যেখানে শিক্ষার্থীরা একাডেমিক জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি দক্ষতা বিকাশের সুযোগ পায়। শিক্ষকদের উচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা এবং নৈতিক মূল্যবোধ গড়ে তোলা।

পরিবার ও সমাজকেও শিক্ষার্থীদের দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে। শুধু ভালো ফলের চাপ সৃষ্টি না করে, তাদের সামগ্রিক উন্নয়নে সহায়তা করা প্রয়োজন।

সবশেষে, ২১শ শতকের প্রতিযোগিতামূলক ও প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বে টিকে থাকতে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা, দক্ষতা এবং প্রস্তুতির সমন্বিত বিকাশ অপরিহার্য। এই তিনটির ভারসাম্যপূর্ণ সমন্বয়ই একজন শিক্ষার্থীকে কেবল ডিগ্রিধারী নয়, বরং দক্ষ, আত্মবিশ্বাসী এবং দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। তাই সময়ের দাবি- শিক্ষাকে শুধু সনদ অর্জনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে দক্ষতা ও বাস্তব প্রস্তুতির সঙ্গে যুক্ত করে একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্স

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়